দৈনিক জনকণ্ঠ

SEP. 07 1999

তারিখ ... 

পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

# চট্টগ্রাম ভার্সিটি ॥ পৃথক অভিযোগে দুই শিক্ষককে চাকরি থেকে অব্যাহতি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ পৃথক পৃথক অভিযোগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষককে চাকরি থেকে অপসারণ করা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক উস্কানি দান ও সহকর্মীদের চরিত্র হননের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক একেএম নুরুল ইসলাম এবং অননুমোদিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে অনুপস্থিত থাকায় ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ নুরুন্নবীর বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এম. নুরুল ইসলামকে গত আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ৩৫৩তম সভায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী (দক্ষতা ও শৃঙ্খলা) বিধির (৪)(১)(ই) ধারা অনুসারে এবং ডঃ নুরুন্নবীকে ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ৩৪৩তম সিন্ডিকেট সভায় ৮(২) ধারা অনুসারে সর্বসম্মতভাবে অপসারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে শিক্ষক অপসারণের ঘটনা এটি দ্বিতীয়। এর আগে প্রথম বর্ষ অনার্সে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৯৯৪ সালে ডঃ জহুরুল হককে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল।

সূত্র মতে, বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আহমদ নুরুল ইসলাম শ্রেণীকক্ষে পাঠ্য বিষয় বহির্ভূত বক্তব্য প্রদান এবং বিভিন্ন পত্রিকায় হিন্দু-মুসলমান ধর্মীয় বিষয়ে স্পর্শকাতর চিঠিপত্র লিখে উস্কানি দিতেন। গত বছরের ২০ মার্চ 'দৈনিক ইনকিলাবে' "মুসলমানদের লাশ কি পোড়াতে হবে" শিরোনামে আহমদ নুরুল ইসলামের একটি চিঠি ছাপানো হয় স্বনামে। চিঠিতে চবি'র বাংলা বিভাগের অপর ২ সিনিয়র শিক্ষক অধ্যাপক ডঃ সৌরেন বিশ্বাস ও ডঃ শিপ্রা দস্তিদার মুসলমানদের লাশ পোড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন মর্মে ভিত্তিহীন বক্তব্য তুলে ধরা হয়।